

# জীবন বৃত্তান্ত

## ড. মো. জুলফিকার আলী

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

দেশের স্বনামধন্য মৎস্য পুষ্টিবিজ্ঞানী ড. মো. জুলফিকার আলী গত ১২ অক্টোবর ২০২৩ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক পদে যোগদান করেছেন। তিনি ১৯৬৫ সালের ২৫ জুন নীলফামারী জেলার কিশোরীগঞ্জ উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ডা. মো. আবুল কাশেম ও মাতার নাম এফতারা বেগম। তিনি ২০০১ সালে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ স্ট্যার্লিং থেকে ফিশ নিউট্রিশন এবং ফিড টেকনোলজিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি ফিশারিজ ইন ফিশারিজ টেকনোলজিতে প্রথম শ্রেণিতে ১ম ও ১৯৮৬ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ফিশারিজ (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮০ সালে নীলফামারী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও ১৯৮২ সালে কারমাইকেল সরকারি কলেজ, রংপুর থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

ড. মো. জুলফিকার আলী ৪ই ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রের মৎস্য খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ইনস্টিটিউটের একই কেন্দ্রে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। এছাড়া তিনি ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রের উপপরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কেন্দ্র প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে এবং পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা) হিসেবে ও সর্বশেষ ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ওয়ার্ল্ড ফিশ-বাংলাদেশ এর জাতীয় পরামর্শক (National Consultant) হিসেবে কাজ করেন। এছাড়াও তিনি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থায় (FAO) জাতীয় পরামর্শক (National Consultant), মৎস্য খাদ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ (Fish Feed & Nutrition Specialist) হিসেবে লিয়েনে কাজ করেন।

দেশের 'মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০' এবং 'মৎস্যখাদ্য বিধিমালা ২০১১' প্রণয়নে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। অন্যদিকে, তিনি মৎস্য অধিদপ্তরের কোয়ালিটি কন্ট্রোল গবেষণাগারে (FIQC Lab) খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধি, দেশে মৎস্যচাষে ব্যবহৃত ফিড এডিটিভস ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিষয়ে জরীপ এবং গুণগতমানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদনে সারাদেশে ১২০ বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কারিগরী কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছের গুণগতমানসম্পন্ন খাদ্যের ফরমুলেশন, খাদ্য প্রয়োগ কৌশল এবং খামার উপযোগী স্বল্প মূল্যের মৎস্য খাদ্য তৈরীর পিলেট মেশিন উদ্ভাবন করেন। মৎস্য ও চিংড়ির মানসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০০৪ সালে 'Fish Feed Reference Standards for Bangladesh' শিরোনামে একটি গাইড বই প্রণয়ন ছাড়াও দেশে 'মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০' এবং 'মৎস্যখাদ্য বিধিমালা ২০১১' প্রণয়ন এবং 'মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, আমদানী ও বিপণন বিষয়ে প্রতিপালনীয় দিকনির্দেশিকা' প্রণয়নে অন্যতম সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

বিশিষ্ট মৎস্য পুষ্টিবিজ্ঞানী ড. মো. জুলফিকার আলী আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে ৬০টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ০৫টি। ইনস্টিটিউটে তাঁর উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংখ্যা ০৫টি। এছাড়াও তাঁর গবেষণা মনোগ্রাফের সংখ্যা ৩৫টি। তিনি বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস শিক্ষার্থীদের ০৮টি থিসিস সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ০২টি পিএইচডি থিসিস মূল্যায়ন করেন। তিনি বর্তমানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরস এর একজন সদস্য।

তাঁর সহধর্মিনী নাজমুন নাহার (নিপু)। ব্যক্তিগতভাবে তিনি তিন পুত্র সন্তানের জনক। বড় ছেলে মুহাম্মদ নাবিল জুলফিকার জিসান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ইন ইইই সম্পন্ন করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছেন। মেজ ছেলে মুহাম্মদ নাহিন জুলফিকার দেশের একটি স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ-তে অধ্যয়নরত ও ছোট ছেলে মুহাম্মদ নাফিম জুলফিকার এসএসসি পরীক্ষার্থী।